

313001 - কুরআন তেলাওয়াতের পর দোয়া করা

প্রশ্ন

কুরআন তেলাওয়াত শেষ করার পর

«سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ»

এই দোয়া পড়ার শুদ্ধতা কি? তেলাওয়াত সমাপ্ত করার পর পঠিতব্য বিশেষ কোন দোয়া আছে কি?

প্রিয় উত্তর

এক:

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন: “যখনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন বৈঠকে বসতেন, যখনই কুরআন তেলাওয়াত করতেন কিংবা নামায আদায় করতেন তখনই তিনি কিছু বাক্যের মাধ্যমে সেটাকে সমাপ্ত করতেন। (আয়েশা রাঃ) বলেন: সে প্রসঙ্গে আমি বললাম: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি দেখি আপনি যে কোন বৈঠক, যে কোন তেলাওয়াত এবং যে কোন নামায এই বাক্যগুলোর মাধ্যমে সমাপ্ত করে থাকেন? তিনি বললেন: হ্যাঁ। যে ব্যক্তি কোন ভাল কথা বলল তার জন্য সেই ভালোর উপর সীলমোহর হল এবং যে ব্যক্তি কোন খারাপ কথা বলল তার জন্য কাফফারা (প্রায়শ্চিত্ত) হল: **سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ** (আমি প্রশংসাসহ আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। আপনি ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই। আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনার কাছে তাওবা করছি।)। [আলাবানী সিলসিলা সাহিহা গ্রন্থে (৩১৬৪) হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন]

এই হাদিসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক বৈঠক শেষে বৈঠকের কাফফারা সংক্রান্ত যিকির উল্লেখ করেছেন; সেই বৈঠক যিকিরের বৈঠক হোক কিংবা মন্দ ও বেহুদা কথা মিশ্রিত বৈঠক হোক। যদি যিকিরের বৈঠক হয় তাহলে এটি যেন ঐ বৈঠকের সীলমোহর।

সিন্দি (রহঃ) বলেন:

“উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যিকিরটি সেই ভাল কাজকে সাব্যস্তকারী, কবুলের মর্যাদায় উন্নীতকারী ও প্রত্যাখ্যাত হওয়ার আশংকামুক্তকারী হওয়া।” [মিরাতুল মাসাবীহ (৮/২০৪)]

পূর্বোক্ত আলোচনার আলোকে কোন মুসলিমের জন্য এই যিকির পড়ার মাধ্যমে বৈঠক সমাপ্ত করা মুস্তাহাব; সেটা যে বৈঠক-ই হোক না কেন। কুরআনের বৈঠক, নামায, কিংবা কেউ সঙ্গীসাথীদের সাথে বৈঠক করল, পরিবারের সদস্যদের সাথে বৈঠক করল,

সমঝোতা বৈঠক করল কিংবা অন্য কোন বৈঠক করল; এরপর যখন উঠে যেতে চাইবে তখন সরাসরি উঠে যাওয়ার আগে এই যিকিরটি বলবে; এরপর উঠবে।

দুই:

কুরআন খতম করার ব্যাপারে বিশেষ কোন দোয়া সাব্যস্ত হয়নি; না এই দোয়াটি, আর না অন্য কোন দোয়া। ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই যিকির ও দোয়াটি খতমে কুরআন বা অন্য কিছু দোয়া নয়; বরং এটি সকল বৈঠকের জন্য আম দোয়া।

কিন্তু আলেমগণ কুরআন খতমের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়াকে মুস্তাহাব বলেন। ইমাম নববী বলেন: “কুরআন খতমের অনুষ্ঠান উপস্থিত হওয়া তাগিদপূর্ণ মুস্তাহাব।”[আত-তীবইয়ান ফি আদাবি হামালাতিল কুরআন (পৃষ্ঠা-১৫৯)]

ইবনে কুদামা (রহঃ) ‘আল-মুগনী’ গ্রন্থে (২/১২৬) বলেন: “কুরআন খতমের সময় দোয়াতে হাযির থাকার জন্য পরিবারের সদস্যদেরকে ও অন্যদেরকে একত্রিত করা মুস্তাহাব।

ইমাম আহমাদ বলেন: আনাস (রাঃ) যখন কুরআন খতম করতেন তার স্ত্রী-সন্তানদেরকে একত্রিত করতেন।

ইবনে মাসউদ (রাঃ) সম্পর্কেও এমন বিষয় বর্ণিত আছে।”

আরও জানতে দেখুন: 65581 নং ও 37683 নং প্রশ্নোত্তর।

আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ।